মস্কোয় শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ, বরফের দেশে উষ্ণতা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মস্কোয় শুরু বিশ্বকাপ, সারা পৃথিবীর নজরে এখন মস্কো। ফুটবল প্রেমীদের উত্তেজনা ব্রাজিলকে নিয়ে। আর এই বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করেই বরফের দেশে অনুভূত হচ্ছে উষ্ণতা। ফুটবলের জনপ্রিয়তা কতটা তা বোঝা যায় রাশিয়ার দিকে তাকালে। প্রসঙ্গত বিশ্বকাপ শুরুর দ্বিতীয় দিনেই ‘বিগ ম্যাচে’ মাঠে নামবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ইউরো চ্যাম্পিয়ান পর্তুগাল ও ২০১০-এর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন। স্প্যানিশ দলটিতে তারকার কোনও অভাব নেই। দলে রয়েছেন দিয়েগো কস্তা, হুয়ান, ডেভিড সিলভা, আলভারো মোরাতার মতো তারকারা। তবে পিছিয়ে নেই পর্তুগালও, এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে শনিবার ১৬ জুন। ভারতীয় সময় রাত ১২-৩০ এ। বিশ্বকাপের গ্রুপ ‘ডি’ তে। গ্রুপের অন্যান্য দল হল নাইজিরিয়া, আইসল্যান্ড ও ক্রোয়োশিয়া। গত নভেম্বরে আর্জেটিনাকে হারিয়েছে নাইজেরিয়ানরা। এবার অঘটন ঘটাতে পারে বলে মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। বিশ্বকাপে সবচেয়ে নজরকারা দল হল ব্রাজিলের নেইমার, মার্সেলো, জেসুস এবং ফিড়িখিনহোদের দলটি সত্যিই অসাধারণ, তবে সুইজারল্যান্ড ব্রাজিলের তুলনায় কম শক্তিশালী, কিন্তু চমকে দিতে পারে অনেক দলকে সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ জমজমাট। এখন লেনিনের রাশিয়া শিরোনামে ফুটবলের বিপ্লবে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

[Sree Ramkrishna and the value of image wordship]

“কোনো করক করে ঈশ্বরেতে মনের যোগ করা। একবারও যেন তাঁকে ভোলা না হয়; যেমন তেলের ধারা, তার ভিতর ফাঁক নাই! একটা ইটকে বা পাথরকে ঈশ্বর বলে যদি ভক্তিভাবে পূজা কর, তাতেও তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হতে পারে।”

“আগে যা বললুম **শিবপূজা**—এই সব পূজা করতে হয়; তার পর পাকা হয়ে গেলে বেশীদিন পূজা করতে হয় না। তখন সর্বদাই মনের যোগ হয়ে থাকে; সর্বদা **স্মরণ মনন** থাকে।”

বড় বধূ (শ্রীরাকৃষ্ণের প্রতি)—আমাদের কি একটু কিছু বলে দিবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র দিলে শিষ্যার পাপতাপ নিতে হয়। মা আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছেন। এখন তোমরা শিবপূজা যা বলে দিলাম তাই করো। মাঝে মাঝে আসবে—পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা হয় হবে। স্নানযাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা করবে।

“বাড়িতে হরিনাম করতে আমি যে বলেছিলাম, তা কি হচ্ছে?”

বধূ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা উপবাস করে এসেছ কেন? খেয়ে আসতে হয়।

“**মেয়েরা আমার এক একটি রূপ** কি না; তাই তাদের কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না; জগম্মতার এক একটি রূপ। খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে।”

এই বলিয়া রামলালকে বধূদের বসাইয়া জল খাওয়াইতে অদেশ করিলেন। ফলহারিণী পূজার প্রসাদ, লুচি, নানাবিধ ফল, গ্লাস ভরিয়া চিনির পানা ও মিষ্টান্নাদি তাঁহারা পাইলেন।

দিনপঞ্জিকা

৩০ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ, **১৪ জুন,** ৩০ জেঠ, সংবৎ শুদ্ধ ১ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ২৯ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৫, সূর্য্যাস্থ ঘ ৬।২০। **বৃহস্পতিবার,** প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১১।৩৬ মিঃ। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ঘ ৩।৫৪ মিঃ। শূলযোগ দিবা ঘ ৭।৩ পরে গণ্ডযোগ শেষরাত্রি ঘ ৪।৯ মিঃ। কিন্তুঘ্নকরণ, দিবা ঘ ১২।৪৪ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ১১।৩৬ গতে বালবকরণ। **জন্মে**-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগন অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ঘ ৩।৫৪ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**-দোষ নাই, রাত্রি ঘ ১১।৩৬ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী**-পূর্ব্বে, রাত্রি ঘ ১১।৩৬ গতে উত্তরে। **কালবেলাদি** ঘ ২।৫৯ গতে ৬।২০ মধ্যে। কালরাত্রি ঘ ১১।৩৮ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। **যাত্রা**-শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ৭।৩ গতে যাত্রা নাই, দিবা ঘ ৯।২৭ গতে পুণঃ যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ৩।৫৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**-গর্ভাধান, দিবা ঘ ৭।৩ মধ্যে পুনঃ দিবা ঘ ৯।২৭ গতে ২।৫৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যুঢ়ান্ন নামকরণ দেবগৃহারম্ভ দেবগৃহপ্রবেষ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাগঠন দেবতাপ্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা নৌকাচালন নৌকাযাত্রা ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ভূমিক্রয়বিক্রয় কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ গোবিক্রয়াদি বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটারনির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ঘ ১০।১৫ গতে ২।৫৯ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন কর্ণবেধ। **বিবিধ**-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী বালানন্দ ব্রম্ভচারী মহারাজের তিরোভাবোপলক্ষে বৈদ্যনাথ ধামে রামনিবাস ব্রহ্মচার্য্যাশ্রমে মহোৎসব। মাহেন্দ্রযোগ**-দিবা ঘ ৫।৫১ মধ্যে ও ৯।২৬ গতে ১১।১৩ মধ্যে। **অমৃতযোগ**-দিবা ঘ ৩।৪১ গতে ৬।২০ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৫ গতে ৯।১২ মধ্যে ও ১২।১ গতে ২।৮ মধ্যে ও ৩।৩৩ গতে ৪।৫৫ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

৩০ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ্য, ১৪ জুন, ২৯ রমজান, ৩০ জেঠ, উঃ ৪।৫৪, অঃ ৬।১৮, বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ রা ঘ ১১।৩৫, সেহ্‌রী শেষ ৩।১৮, ইফ্‌তার ৬।২৭।

মাদককে ‘না’ বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি জীবন

নয়
২৪ পরগনায় দ্বিতীয়বার

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

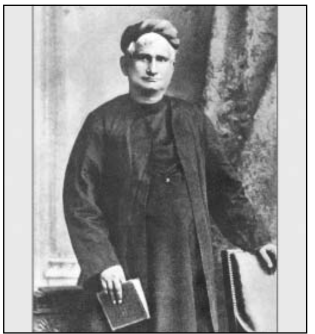

জাহানাবাদ হল আরামবাগ মহকুমা শহরের পূর্ব নাম। বিহারের গয়া জেলাতে আরেকটি জাহানাবাদ থাকার কারণে ২৫ শে এপ্রিল ১৯০০ তারিখে জারি করা গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন নং ৩৬ JD তাং ১৯-৪-১৯০০ এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে হুগলী জেলার জাহানাবাদের নাম পরিবর্তন করে আরামবাগ রাখা হল। সে সময় বর্তমান বিহার ও ঝাড়খণ্ড ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত এবং প্রশাসনিক অস্পষ্টতা দূর করার জন্য এমন করা হয়েছিল। ১৯১২ সালে প্রকাশিত বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার ঃ হুগলী গ্রন্থের ২৮৯ পৃষ্ঠাতে লেখা হয়েছে যে, ‘দুর্গেশনন্দিনী’ গল্পের গ্রন্থকার বিশিষ্ট বাংলা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী বিশ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯২ সাল নাগাদ জাহানাবাদ তথা আরামবাগ-এর মহকুমা শাসক ছিলেন।

গেজেটীয়ার কি নয়, এ সম্বন্ধে নবগঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার্স -এর এক সময়কার স্টেট এডিটর কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস, আই. এ. এস কি বলেছেন দেখা যাক। মিষ্টার বিশ্বাস এক সময় আরামবাগের মহকুমা শাসকও ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, ব্রিটিশরা খানিকটা অপরিকল্পিত ভাবে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু এই সাম্রাজ্যে সংহতি সাধনের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ ও সতর্ক। একবার থিতু হওয়ার পর ভাল দোকানদার হিসাবে তাঁরা তাদের সদ্যলব্ধ সম্পত্তির মজুত গণনা শুরু করেছিলেন। এই নীরস তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তারা এদেশে প্রাপ্তব্য সম্পদের একটা দফাওয়ারি তালিকা তৈরী করেছিলেন। এজন্য তারা এদেশের লক্ষ সম্পদের হদিশ জানতে অনুপুঙ্খ ক্ষেত্রানুসন্ধান করেছেন। তাদের লক্ষ্য অবশ্যই ছিল নিজস্ব স্বার্থে এই সম্পদ যাতে ভালভাবে শাসন করা যায়।

ব্রিটিশ শাসকেরা গেজেটীয়ার সংকলন করেছিলেন দেশের মানুষ ও সম্পদ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য। এটা এক ধরনের হ্যাণ্ডবুক বা তথ্যপুস্তিকা যা কাজের সুবিধার্থে প্রশাসকেরা হাতের কাছে রাখতেন। এগুলির জন্য তথ্যও সংগ্রহ করেছিলেন প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যুক্ত আধিকারিকেরা নিজেরাই। সেগুলিকে একত্রে সংকলন করেছিলেন আই. সি. এস পদমর্যাদার একজন ইংরেজ অফিসার। সরকারি আধিকারিকেরাই যাতে একাজে উৎসাহিত হয়ে প্রশাসনিক কাজে সহায়ক হতে পারে এমন গ্রন্থ রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন এজন্য ১২ই নভেম্বর ১৮৮৫ তারিখে জারি করা ৮২ নম্বর সার্কুলারে বলা হল যে, এমন কৃতিত্বের কথা সেইসব আধিকারিকের চাকরির ইতিহাসে মর্যাদার সঙ্গে উল্লেখ করা হবে।

এ ভাবে দুটি পর্যায়ে গেজেটীয়ার তৈরী হল। গেজেটীয়ার অব ইণ্ডিয়া নামে ভারতের বিভিন্ন অংশের তথ্য বর্ণানুক্রমিক ভাবে কুড়িটিরও বেশী খণ্ডে সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া ইন কাউন্সিল বা ভারত সচিব ও তাঁর কাউন্সিল এর তত্ত্বাবধানে ১৯০৮ সাল নাগাদ অক্সফোর্ড এর ক্ল্যারেন্ডন প্রেস থেকে প্রকাশিত হল। আবার ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলার গেজেটীয়ার একজন করে আই. সি. এস অফিসারের তত্ত্বাবধানে সংকলন করে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক বিশ শতকের প্রথম দু দশকে প্রকাশ করা হল। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার-এর ৩৮টি গ্রন্থের মধ্যে হুগলী সহ ২৯টি গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন এল. এস. এস ও’মালী আই. সি. এস। এভাবে সরকারী উদ্যোগে সরকারী পদাধিকারীদের সরবরাহ করা তথ্য পরিচ্ছেদ অনুসারে ভাগ করে সরকারী ব্যয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। এই গ্রন্থগুলি ছিল তথ্যের আকর এবং গবেষকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান উৎস গ্রন্থ। এর অধিকাংশ তথ্যই সত্য ও নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তথ্য সরবরাহকারীদের অত্যুৎসাহ, অসাবধানতা, অনীহা বা অন্য কোন কারণে এই গেজেটীয়ারগুলিতে কিছু অমূলক তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে।

বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার ঃ হুগলী প্রণয়নে ও’মালী সাহেবের সহ প্রণেতা ছিলেন মনমোহন চক্রবর্ত্তী এম. এ; বি. এল; বি. সি. এস। এই গেজেটীয়ার-এ কিছু ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এতে বলা হল যে, হুগলী জেলা ১৭৬৫ তে ব্রিটিশদের কাছে হস্তান্তরের পূর্বে এখানে এমন কিছু ছিল না যা পথ নামের যোগ্য। পথঘাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে এখানে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হল। সাধারণ ভাবে বলা হয় যে, ১৭৬৫ তে মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম সুবে বাংলার দেওয়ানী অধিকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হস্তান্তর করায় ইংরেজরা এখানে একটা কর্তৃত্ব লাভ করে। কিন্তু তারও আগে ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৭৬০ তারিখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে সম্পাদিত এক চুক্তিতে বাংলার নবাব মীর কাসিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিনটি জেলার অধিকার কোম্পানীকে দান করেন এবং বিনিময়ে কোম্পানী বাংলার মসনদে মীর কাসিমের অধিকার স্বীকার করে নেয়। সে সময় হুগলী জেলা ছিল বর্ধমানের অন্তর্গত। ১৭৯৫ এর ৩৬ নং রেগুলেশন (Regulation XXXVI of 1795) অনুসারে হুগলী জেলাকে বর্ধমান থেকে পৃথক করা হয়। ঐতিহাসিক তথ্য সংক্রান্ত এই প্রসঙ্গ মনমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত পরবর্তী গ্রন্থে সংশোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে হুগলী জেলা ১৭৬০ সালেই কোম্পানীর অধিকারে এসেছিল।

এই গ্রন্থে আরও বলা হল যে, the present subdivision was formed in 1879 and used to be known as Jahanabad subdivision বা বর্তমান মহকুমা ১৮৭৯ এ গঠিত হয় এবং তা জাহানাবাদ নামে পরিচিত। উনিশ শতকের শেষার্ধে হুগলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এবং পরে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার ছিলেন জর্জ টয়েনবি আই. সি. এস। তাঁর রচিত ‘এ স্কেচ অব দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ১৭৫৭--১৮৮৮’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, “Early in 1845, Mr. L. S. Jackson had been stationed at Dwarhatta as subdivisional officer of the present Serampore Sub-divdision. Babu Issar Chandra Ghosal, Deputy Magistrate, was sent in a like capacity to Keerpoy to take charge of the sub-division now called Jahanabad” বা ১৮৪৫ এর গোড়ার দিকে এখনকার শ্রীরামপুর মহকুমার এস ডি ও হিসাবে মিস্টার এল. এস. জ্যাকসনকে দ্বারহাট্টাতে থাকতে বলা হয়েছিল। যে মহকুমাকে এখন জাহানাবাদ বলা হয়, সেখানে ঐ একই রকম দায়িত্ব দিয়ে বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষীরপাই পাঠানো হয়েছিল। মনমোহ চক্রবর্ত্তীও তাঁর পরবর্তী গ্রন্থে ডেটস্ অ্যাণ্ড অর্ডার্স স্যাঙ্কশানিং দ্য ফার্স্ট ফর্মেশন অব ডিস্ট্রিক্ট অর সাবডিভিশন বা জেলা বা মহকুমার প্রাথমিক গঠনের তারিখ ও নির্দেশ নামার তালিকাতে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আরামবাগ মহকুমা ১৮৪৫ সালেই গঠিত হয়েছিল এবং তার কেন্দ্র ছিল ক্ষীরপাই।

এখানে বলা দরকার যে, কি কোম্পানীর আমলে, কি মহারাণীর আমলে, নানা কারণে একটি থানার কতৃত্ব এক জেলা থেকে অন্য জেলার প্রশাসনিক এক্তিয়ারে আনা হয়েছিল। এই কারণগুলির মধ্যে ছিল ডাকাতি, আদিবাসীদের আক্রমণ, পুলিশী ব্যবস্থার প্রয়োজন, কাজের বাড়তি বা কমতি চাপ, প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচ, নতুন এলাকার সংযোজন, জমিদার ও অধিবাসীদের অনুরোধ, ভৌগোলিক অবস্থান, জরিপের কাজ, রাজস্ব বিষয়ক বিশেষ প্রয়োজন এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদি। এমনই এক কারণে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৭ই জুন ১৮৭২ এ জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে হুগলী জেলার জাহানাবাদ ও গোঘাট থানাকে বর্ধমান জেলার সঙ্গে এবং ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানাকে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। আবার ঐ একই কারণে ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ তারিখের আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে জাহানাবাদ ও গোঘাট থানাকে হুগলী জেলার প্রশাসনিক এক্তিয়ারে ফিরিয়ে আনা হলেও ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানাকে তা করা হয়নি। তাই ১৮৭৯ তে জাহানাবাদ মহকুমার মুখ্য কার্যালয় জাহানাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু মহকুমা গঠিত হয়েছিল সেই ১৮৪৫-এ।

ক্রমশ

রোগী চিকিৎসায় ভুয়ো হোমিওপ্যাথি

ডা: আদিত্য নামহাতা
অনুলেখক – ব্রজগোপাল রায়

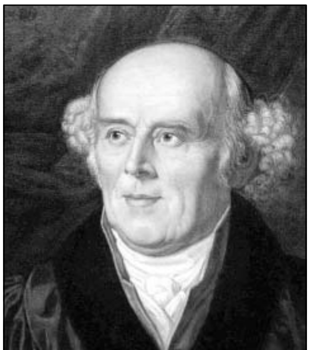

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জনক মহাত্মা স্যামুয়েল হ্যানিম্যানকে সশ্রদ্ধপ্রণাম জানিয়ে এই লেখা শুরু করছি। ১০ এপ্রিল তাঁর জন্মদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এই দিনটিকে আমরা বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস হিসাবে পালন করি। আমরা যখন আমাদের চারিদিকে বুদ্ধিহীনতা, কর্ম্মবিমুখতা, নৈতিক অধঃপতন সর্ব্বস্ব দুর্বল চরিত্রের ভন্ড হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকদের দেখি এবং ঐ সব ভুয়ো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের দল বিভিন্ন মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশনের রক্ষাকবচ নিয়ে পেটেন্ট, মলম, সিরাপের ভন্ডামি চালিয়ে জনসাধারণকে একদিকে যেমন প্রতারিত করছে তেমন অন্যদিকে প্রকৃত হোমিওপ্যাথদের কাছেও হাস্যস্পদ ও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই ভণ্ডামি বন্ধ করতে না পারলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আস্তে আস্তে বিপন্ন হতে পারে। আসুন, আমরা হ্যানিম্যানের জন্মমাসে অঙ্গীকার করি, নিজেদের সকল দোষ ত্রুটি সংশোধন করে আদর্শ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে মহাত্মা হ্যানিম্যানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সচেষ্ট হই। তিনি বলেছেন, এই বিশ্বের যিনি নির্মাতা--যিনি প্রাণ সঞ্চালক শক্তিতে ভরপুর, তিনি যদি রোগের সৃষ্টি করতে পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই রোগকে শান্ত করার উপায়ও তৈরি করে রেখেছেন। প্রাচীনকালে গ্রিস দেশের প্যারাসালেমাস বলেছেন, প্রকৃত চিকিৎসক আসলে মানুষকে দেখেন আর ভুয়ো চিকিৎসকেরা দেখেন বিভ্রান্তিকর মরীচিকা, অতএব মানুষের ধাতু চিনে ধাতুগত চিকিৎসায় মানুষকে নিরোগ করতে পারে। এটাই হোমিওপ্যাথির মূলমন্ত্র, *ব্রহ্মপর্ণ ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌব্রহ্মনাকৃতং—ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা: গীতা।* তাই প্রকৃতির নিয়ম মেনে শরীরকে চালনা না করলেই বিপত্তি। প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিহিত আছে। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য হেতু তার খোঁজ রাখতে পারি না। পৃথিবীতে যেমন বিভিন্ন রকমের গাছ থাকে তেমনি বিভিন্ন রকমের মানুষও আছেন। একের সঙ্গে অপরের কোনও মিল নেই। মানবসভ্যতা এগিয়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে মানুষের উঠছে নাভিশ্বাস। দূরকে নিকটে আনতে গিয়ে নিকটকে করছে দূর, আর এরফলে মানসিক চাপ, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের পীড়া, বহুমূত্র এইসব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহাত্মা হ্যানিম্যান অর্গাননে বলে গেছেন, বর্তমানে প্রকৃত হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের সংখ্যা স্বল্প হইবে। হ্যানিম্যান সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই সীমিত। আর হোমিওপ্যাথি গণিতের মত সত্য। এখানে গোঁজামিলের কোনও স্থান নেই। ডা: এস. পি.দে বলেছেন, যাহা চক্‌চক্ করে তাহা যেমন সোনা হয় না, তেমনি হোমিওপ্যাথি ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করলেই ডাক্তার হওয়া যায় না। প্রকৃত চিকিৎসককে কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হইতে হইবে। তবেই তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিবেন।

অর্গানন অব মেডিসিন সম্বন্ধে না জেনে চিকিৎসা করলে রোগী স্থায়ীভাবে ভালো হবে না। পরবর্তীকালে রোগ আরও প্রবল আকারে দেখা দিতে পারে। জীবনীশক্তি--রোগশক্তি--ঔষধ শক্তি, এইসব সম্বন্ধে জ্ঞান প্রয়োজন। ডাঃ এস. পি. দে বলেছেন, জীবিত মানুষের মধ্যে জীবনী শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইতে হইবে (৯ অনুচ্ছেদ)। প্রকৃত চিকিৎসকের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় প্রখর শক্তি সম্পন্ন হওয়া দরকার। পর্যবেক্ষণ করার উপযুক্ত মানসিকতা, একাগ্রতা থাকা চাই। কোনও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। রোগী লিপি ছাড়া চিকিৎসা করা অসম্ভব। গোড়ামি ত্যাগ করে ঔষধের প্রুভিং সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। উচ্চশক্তির হোমিওপ্যাথি ঔষধের অপব্যবহারের ফলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অথচ বর্তমানে দেখা যাচ্ছে মুড়ি-মুড়কির মত ডাক্তারবাবুরা উচ্চশক্তির ঔষধ প্রয়োগ করে বলেছেন, ডা: হেরিং-এর আরোগ্যত্রয়ী নীতি অনুসরণ করা দরকার বলে মনে করি। যিনি হোমিওপ্যাথিকে সাধনার ধন হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যাঁর মধ্যে সততা আছে তিনিই হোমিওপ্যাথ হওয়ার যোগ্য। ডা: হ্যানিম্যান বলেছেন, প্যাথলজির দিকে দৃষ্টি রেখে চিকিৎসা ভুয়ো চিকিসৎকেরা করেন। আগের লোকেরা জানতেন, ‘শরীরং ব্যাধি মন্দিরং’। হ্যানিম্যানই বললেন, ব্যাধির সহিত শরীরের কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যাধি কোনও স্থূল বস্তু নহে, তাহা অতি সূক্ষ্ম বস্তু, তাই আমাদের সূক্ষ্ম জীবনী শক্তিকে আক্রমণ করে। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, মশক, ভাইরাস, ব্যাসিলাস রোগের কারণ নহে--জীবনীশক্তির দুর্বলতাই রোগের কারণ। ইন্দ্রিয়াদির দুর্বলতায় রোগের সৃষ্টি হয়। ভুয়ো চিকিৎসকেরা ইহা জানেন না তাই হোমিও প্যাথিতে সাফল্যের থেকে ব্যার্থতা বেশী, কারণ কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট না করে তাঁরা প্যালিয়েটিভ চিকিৎসাই বেশী করেন। ডা: কেন্ট বলেছেন, হোমিওপ্যাথদের মতের ব্যর্থতা পৃথিবীর সবথেকে বড় ব্যর্থতা।

হ্যানিম্যানের মতো কিউরেটিভ চিকিৎসা করার ক্ষমতা ঈশ্বর স্বল্প চিকিৎসকদের দিয়েছেন। তাঁর করুণা ছাড়া এই চিকিৎসা করা অসম্ভব। রোগ সম্পর্কে জ্ঞান, ঔষধ সম্পর্কে জ্ঞান রোগীলিপি সম্পর্কে জ্ঞান, মাত্রা জ্ঞান, মায়াজম সম্পর্কে জ্ঞান, জীবনী সম্পর্কে জ্ঞান একজনকে সার্থক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার করে তোলে। সূক্ষ্ম শক্তির আবিষ্কর্তা মহাত্মা হ্যানিম্যানকে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে যদি কাউকে কোনও আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করে শেষ করি। জানি আমার যত দোষ ধরা পড়বে তত আশীর্বাদ পাবো।

সম্পাদক সমীপেষু

মনের পরিবর্তন আনা দরকার

কিছু কথা চোখে আবার কিছু কথা থাকে মনে। আমাদের মনটাই হল আসল কথা। মনটাকে যেমনভাবে সাজিয়ে নেবে, সেইভাবে চলতেও পারবে। প্রয়োজনবোধে মনের পরিবর্তনও আনতে পারা যায়। আবেগবশতঃ কোনো এক জায়গায় যাবার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম। ভাবতে হবে সেখানে যাওয়াটা ঠিক হবে কী না। যদি মনে হয় যাওয়াটা ঠিক হবে না, তবে মনের মধ্যেই পরিবর্তনটা আনতে হবে। এটাই সঠিক নির্ণয় হবে। কেউ যদি বলে, আমার কথায় তুমি ওই জায়গায় চলে যাও। তার উদ্দেশ্যটা সবার আগে জানতে হবে। কেন আমায় যেতে বলছে। তার নিজের নিশ্চয় একটা স্বার্থ রয়েছে। সেই স্বার্থ পূরণেই এমন একটা জায়গাতে যেতে বলছে। এখানেও ভেবে চিন্তে যেতে হবে। তাই মনের পরিবর্তন খুবই জরুরি। বর্তমানে কোনো কিছু একটা পাবার আশায় এইভাবে অনেকেই অন্য একজনকে এগিয়ে দেয়। যাতে তার মনোস্কামনা পূর্ণ হতে পারে। এই জায়গাতে ভাবার দরকার পড়ে। তিনি সবই পাবেন। সামান্যতম আঁচটা তার গায়ে লাগবে না। কেবল দূরে থেকে সবরকমের পরামর্শ দিয়ে যাবেন। এইসব মানুষগুলো একেবারে সামনে কোনোদিন আসে না। নিজেদের আড়াল করলেই সব কিছু অতি সহজে বলে ফেলে। মনে হয় কতই না প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা দেখাচ্ছে। ওই যে তাদের একটা উদ্দেশ্য রয়েছে সফল হবার। তাই বার বারই নিজেদের নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রেখে বেশকিছু কথা বলেছেন। এখানেও মনের পরিবর্তন আনতে হবে। ভেবে নিতে হবে কেন বলছেন, কিসের জন্য বলছেন। আমাদের এগিয়ে দিতে পারলেই তাদের যে মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে। এখানেও মনের পরিবর্তনটা আসা খুবই দরকার। তবে যারা কর্মযজ্ঞে এসে মানুষের পাশে থেকে মানুষের কাজে নিজেকে সামিল করে, তাদের পাশে এসে দাঁড়ানোটা অবশ্যই প্রয়োজন থাকে। এটা আমাদের সেই মনটাই বলে দেয়। মনের বিচারটা মনকেই করতে দিতে হয়। দেখা যায় মনটা কাকে, কেন সায় দিচ্ছে। এটাও এই মনটাই বলে দেয়। মনের পরিবর্তনটা তাই খুবই দরকার। কী বলেন আপনারা, ঠিক না ভুল।

— বিবেক রায় দে, হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য ‘আর্থিক লিপি’ কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

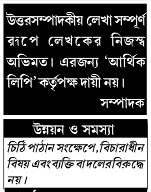

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়